কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

প্রাথমিক-ইবতেদায়ি সমাপনীতে পরীক্ষার্থী কমেছে সোয়া লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গত বছরের তুলনায় এবারে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে পরীক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ২৬ হাজার ৬৪ জন। আগামী রবিবার থেকে শুরু হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় এই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৩০ লাখ ৯৬ হাজার ৭৫ শিশু। দেশের সাত হাজার ২৭৯টি এবং বিদেশের ১২টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে পিইসি ও ইবতেদায়ি পরীক্ষা নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৮ লাখ চার হাজার ৫০৯ জন। এর মধ্যে ১২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৮৫ জন ছাত্র এবং ১৫ লাখ চার হাজার ৫২৪ জন ছাত্রী। ইবতেদায়ি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে দুই লাখ ৯১ হাজার ৫৬৬ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ৫৩ হাজার ১৫২ জন এবং ছাত্রী এক লাখ ৩৮ হাজার ৪১৪ জন।

গত বছর (পিইসি) ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে মোট ৩২ লাখ ২২ হাজার ১৩৯ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। সে হিসাবে এবার পরীক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ২৬ হাজার ৬৪ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে অবশ্যই উন্নীত হবে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী এটা হতেই হবে। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে করতে বিলম্ব হচ্ছে।

> **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে পরীক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ২৬ হাজার ৬৪ জন**

আমাদের অবকাঠামোসহ অনেক সমস্যা আছে। সেগুলো মোকাবেলা করে আমরা সামনে এগোব।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'সরকার যত দিন চাইবে তত দিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষা বাতিল বা বহাল রাখা সরকারের ওপর নির্ভর করছে।' দুই মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্বে এটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মধ্যে মতান্তর ঘটে, কিন্তু মনান্তর ঘটে না। প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আমরা দুজনেই সব না।'

মন্ত্রী বলেন, 'ভর্তি এবং ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে আগে নানা ধরনের অসংগতি ছিল। উপবৃত্তিকেন্দ্রিক ভুয়া ভর্তি ছিল। এখন আমরা অনলাইনে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তি দিচ্ছি। এ কারণে ঘাটতিগুলো দূর হয়েছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেরিয়ে আসছে। গত বছরের তুলনায় এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে।'

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'পরীক্ষাকেন্দ্রিক যত ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হতে পারে, তা চিহ্নিত করে বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে যারা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়েছে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি যে ধরা পড়লে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এর পরও আমরা সকল অনিয়মের ব্যাপারে যত্নবান থাকব, যাতে কেউ পার পেতে না পারে।'

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আসিফ-উজ-জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ।